প্রাচীন জেরুজালেমের ইতিহাস

HISTORY OF JERUSALEM

প্রাচীন জেরুজালেমের ইতিহাস–২

প্রাচীন জেরুজালেমের ইতিহাস–৩

প্রাচীন জেরুজালেমের ইতিহাস–৪

প্রাচীন জেরুজালেমের ইতিহাস–৫

প্রাচীন জেরুজালেমের ইতিহাস–৬

প্রাচীন জেরুজালেমের ইতিহাস–৭

প্রাচীন জেরুজালেমের ইতিহাস–৮

প্রাচীন জেরুজালেমের ইতিহাস
ওমর খালেদ রুমি

© লেখক

প্রথম প্রকাশ
একুশে বইমেলা ২০২৪

রোদেলা ৬৮৬

প্রকাশক
রিয়াজ খান
রোদেলা প্রকাশনী
রুমি মার্কেট (২য় তলা) ৬৮-৬৯, প্যারিদাস রোড
(বাংলাবাজার), ঢাকা-১১০০।
সেল : ০১৭১১৭৮৯১২৫

প্রচ্ছদ
আবুল ফাতাহ

অনলাইন পরিবেশক
http://rokomari.com/rodela

বইবাংলা
স্টল নং ১৭ ব্লক, ২ সূর্য সেন স্ট্রিট
কলেজ স্কোয়ার দক্ষিণ, কলকাতা ৭০০০১২
ফোন : +৯১৭৯০৮০৭১৭৬৫

মেকআপ
ঈশিন কম্পিউটার
৩৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

মুদ্রণ
আল-কাদের অফসেট প্রিন্টার্স
৪৮/৩ জাস্টিস লাল মোহন দাস লেন,
সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০

মূল্য : ২৫০.০০ টাকা মাত্র

Prachin Jerujelemer Itihas by Omar Khaled Rumi
First Published Book Fair *2024*
Published by Riaz Khan, Rodela Prokashani
68-69, Paridas Road (Banglabazar), Dhaka-1100.
E-mail : rodela.prokashani@gmail.com
Web. www.rodelaprokashani.com

Price : Tk. **250**.00 Only US $ 05.00
ISBN : 978-984-97380-7-7 Code : 686

প্রাচীন জেরুজালেমের ইতিহাস

HISTORY OF JERUSALEM

ওমর খালেদ রুমি

সূচিপত্র

কিছু কথা	৯
ভূমিকা	১১
কেনান	১১
প্যালেস্টাইন	১৪
জেরুজালেম	১৬
প্রাচীন জেরুজালেমের ইতিহাস	১৯
প্রাচীন যুগ	১৯
ক্যানানাইট ও মিশরীয় কালপর্ব	২০
ইসরায়েলি কালপর্ব	২০
অ্যাসিরীয় ও ব্যবিলনীয় যুগ	২৩
পার্সিয়ান (আচেমেনিদ) কালপর্ব	২৪
হাসমোনিয়ান কালপর্ব	২৫
প্রাথমিক রোমান কালপর্ব	২৫
ইহুদি-রোমান যুদ্ধ	২৬
লেইট এন্টিকুইটি সময়কাল	২৭
বাইজেন্টাইন কালপর্ব	২৮
মধ্য যুগ প্রাথমিক মুসলিম কালপর্ব	২৯
ফাতিমীয় কালপর্ব	৩০
সেলজুক কালপর্ব	৩১
ক্রুসেডার/আয়ূবীয় কালপর্ব	৩১
প্রথম ক্রুসেডার রাজ্য	৩২
আয়ূবীয় নিয়ন্ত্রণ	৩২
মামলুক কালপর্ব	৩৩
ইহুদি উপস্থিতি	৩৪
ল্যাটিন উপস্থিতি	৩৪
প্রাথমিক আধুনিক যুগ	৩৬
ল্যাটিন উপস্থিতি	৩৬
ইহুদি উপস্থিতি	৩৬
স্থানীয় বনাম কেন্দ্রীয় ক্ষমতা	৩৭
লেইট আধুনিক যুগ	৩৭
ব্রিটিশ ম্যান্ডেট কালপর্ব	৩৯
যুদ্ধ এবং ইসরায়েল ও জর্ডানের বিভক্তি	৪০
জর্ডান ও ইসরায়েল'র বিভক্তি	৪১
ইসরায়েল রাষ্ট্র	৪২
প্যালেস্টাইনের ইতিহাস	৪৪
পর্যালোচনা	৪৪
পূর্ব ইতিহাস	৪৬
ধাতব যুগ/ক্যানানাইট	৪৮
মিশরীয় প্রভাব	৪৮
লেইট ব্রোঞ্জ যুগের পতন	৪৯
আদি ইসরায়েলি ও ফিলিস্তিন	৪৯
ইসরায়েল ও যুদাহ রাজ্য	৫০
অ্যাসিরীয় আক্রমণ	৫১
ব্যবিলনীয় ও পারস্য কালপর্ব	৫২
পারস্য (আকিমেনিদ) কালপর্ব	৫৩
হেলেনীয় যুগপর্ব	৫৬
টলেমি ও সেলুকাস কালপর্ব	৫৭
হাসমোনিয়ান কালপর্ব	৫৮
হাসমোনিয়ানদের অধীনে যুদিয় সম্প্রসারণ	৫৯
রোমান কালপর্ব	৫৯
হেরডীয় বংশ ও রোমান যুদিয়া	৬০
ইহুদি-রোমান সমর	৬২
সিরিয়া-প্যালেস্টিনা প্রদেশ	৬৩
ধর্মীয় উন্নয়ন	৬৪
বাইজেন্টাইন কালপর্ব	৬৪
আদি মুসলিম কালপর্ব	৬৮
উমাইয়া খেলাফত	৭০
আব্বাসীয় খেলাফত	৭২
ফাতিমীয় খেলাফত	৭৩
ক্রুসেডার কালপর্ব	৭৪
আয়ূবীয় ও মামলুক কালপর্ব	৭৬
অটোমান কালপর্ব আদি অটোমান শাসন	৭৮
বিকেন্দ্রিকরণ প্রক্রিয়া	৮০
কেন্দ্রীকরণে সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপ	৮১
আক্রের শাসন ও নাবলুসের স্বায়ত্তশাসন	৮৩
জাজ্জারী কালপর্ব	৮৫
অটোমান নিয়ন্ত্রণ ফিরিয়ে আনা	৯০
মহাযুদ্ধ ও বৈধ শাসন না থাকা অরাজক কাল	৯২
কেনানের ইতিহাস	৯৩
প্রত্নতত্ত্ব ও ইতিহাস	৯৫
চ্যালকোলিথিক	৯৬
আদি ব্রোঞ্জ যুগ	৯৬
মধ্য ব্রোঞ্জ যুগ	৯৮
লেইট ব্রোঞ্জ যুগ	৯৯
আমার্না চিঠিপত্র	১০৩
লেইট ব্রোঞ্জ যুগের অন্যান্য নিদর্শন	১০৩
হাট্টুসা চিঠিপত্র	১০৩
ব্রোঞ্জ যুগের পতন	১০৪
লৌহ যুগ	১০৫
মিশরীয় অক্ষরলিপি ও গূঢ়লিপি	১০৬
গ্রিস-রোমান ইতিহাস	১০৭
পরবর্তী উৎস	১০৮
ক্যানানাইট	১০৮
ইতিহাস	১০৮
সংস্কৃতি	১০৯
জেনেটিক গবেষণা	১১১
ইহুদি ও খ্রিষ্টান ধর্মগ্রন্থ হিব্রু বাইবেল	১১২
বাইবেলীয় সীমান্ত	১১৩
নিউ টেস্টামেন্ট	১১৪
উত্তরাধিকার	১১৫
আরব-ইসরায়েল যুদ্ধ	১২০
ভাষা	১২১
তথ্যসূচি	১২৮

কিছু কথা

ফিলিস্তিন বরাবরই উত্তপ্ত। ফিলিস্তিনের কথা মনে পড়লেই মনে পড়ে যায় জেরুজালেমের কথা। আর জেরুজালেমের কথা আসলেই স্বাভাবিক ভাবেই এসে যায় ডোম অব রক, আল আকসা মসজিদ বা বায়তুল মুকাদ্দাস, টাওয়ার অব ডেভিড, ওয়েস্টার্ন ওয়াল বা পশ্চিম দেয়াল, বিখ্যাত গার্ডেন টুম বা বাগান ঘেরা সমাধি, সিটি অফ ডেভিড বা ডেভিডের শহর, মাউন্ট অফ অলিভস বা জলপাইয়ের পাহাড়, ওল্ড সিটি বা পুরনো শহর, দামাস্কাস গেট বা দামেস্ক দরোজা, চার্চ অফ হলি সিপালচার ইত্যাদি ইত্যাদি।

শুধু কী এই! মন চলে যায় কল্পনার জগতে। যেখানে স্মৃতি হাতড়ে বেড়ায় ফার্স্ট টেম্পল মাউন্ট এবং সেকেন্ড টেম্পল মাউন্ট। ধারণা করা হয় এসবের অস্তিত্ব একদিন ছিল। চোখে না দেখলেও খুব সহজেই কল্পনায় ভেসে ওঠে পিতা আব্রাহামের সেই পদচারণা, নবি ইয়াকুব (আ.) এর পুত্র ইউসুফ (আ.) এর শোকে কাঁদতে কাঁদতে অন্ধ হয়ে যাওয়ার সেই দৃশ্য, দাউদ (আ.), সুলাইমান (আ.) এর কথা।

তারপরে মুসা (আ.) যাত্রা শুরু করলেন সেই সুদুর মিশর থেকে ফেরাউনের তাড়া খেয়ে। কিন্তু ঝামেলা কি তখনই মিটে গিয়েছিল? মোটেই না। অনুর্বর, উষ্ণ, ধূ-ধূ মরুভুমির বালিতে মোড়ানো সিনাই উপত্যাকায় যাযাবরের মতো ঘুরে বেড়িয়ে অবশেষে সিরিয়ায় গিয়ে ক্লান্ত মোজেস দেহত্যাগ করলেন। তারও প্রবেশ করা হলো না প্রতিশ্রুত ভূমি জেরুজালেমে।

আর এর জন্য মহান আল্লাহ মনোনীত করলেন যশুয়া কে। তিনি মোজেসের একজন খাস অনুসারী। তিনি জয় করলেন জেরুজালেম। তবে তারও বহু পরে রাজকীয় বেশে প্রবেশ করলেন দাউদ (আ.)। তার আশা ছিলো তিনি আল্লাহর ঘর বানাবেন। কিন্তু আল্লাহ তাকে নয়, এই কাজের জন্য মনোনীত করলেন তারই পুত্র সোলায়মান (আ.) কে। আর তিনিই নির্মাণ করলেন প্রথম টেম্পল মাউন্ট।

এ সব আমাদের মনকে অনেকটাই স্বস্তি আর আনন্দে ভরে তোলে। অবশেষে বণী ইসরাঈলেরা তাদের প্রতিশ্রুত ভূখণ্ডে পৌঁছাতে সক্ষম হলো। তবে তখনই সব কাজ পুরোপুরি সম্পন্ন হয়নি।

যে কথা বলছিলাম। সুলায়মান (আ.) এর মৃত্যুর পরে তার সাম্রাজ্য ভেঙ্গে এলোমেলো হয়ে যায়। ইতিহাসে আর কোনো খোঁজখবর পাওয়া যায় না। অবশ্য এর মধ্যেই ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল ফার্স্ট টেম্পল মাউন্ট। পরবর্তীতে তারা বানায় সেকেন্ড টেম্পল মাউন্ট।

এর বহু বহু সময় পরে খোঁজ পাওয়া যায় যিশুর। যিনি ইহুদি ধর্মের পরিপূর্ণ অনুসরণের কথা বলেন। তাকে ইহুদিরাই অপছন্দ করতে শুরু করে। তার অনুসারীও জোটে অল্প কিছু। তারাই পরবর্তীতে বানায় চার্চ অফ হলি সিপালচার। অবশ্য এর অনেক আগেই ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল সেকেন্ড টেম্পল মাউন্ট।

খোলাফায়ে রাশেদীনের সময় মুসলমানেরা এই জায়গা দখল করে নেয়। তারা বানায় ডোম রক এবং আল আকসা।

এখন কথা হলো, এই জায়গাটা এত অশান্ত কেনো? আপনি যদি জেরুজালেমের টাইম লাইন দেখেন তাহলে অবাক হবেন পৃথিবীতে এটাই সম্ভবত একমাত্র জায়গা যা এত এত বার হাত বদল হয়েছে। এই জায়গাটা এত বার এত গভীর মাত্রায় রক্তাক্ত হয়েছে যে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। মিশরের ফারাও থেকে ব্যবিলনের নেবুচাদ নেজার, পারস্যের আকিমিনিদরা, বাইজান্টাইনরা, মুসলমানরা আর অবশেষে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুরস্ক থেকে হাতছাড়া হয়ে সেটা যখন চলে যায় ব্রিটিশদের হাতে তারা সেটা তুলে দিয়েছিল ইহুদিদের হাতে। আর ধুরন্ধর ইহুদিরা সেখানে বসবাসের সুযোগ পেয়ে পুরো জায়গাটাই কেড়ে নিল। ১৯৪৮ সালে ইসরাইল নামের একটা দেশও তারা বানিয়ে ফেললো। ইতোমধ্যে চার চারটি আরব-ইসরাইল যুদ্ধ হয়ে গেল। সবগুলোতেই আরব রাষ্ট্রগুলো হেরেছে এবং মরেছে। ফিলিস্তিন হারিয়েছে তার ভূখণ্ড। আর এই ২০২৩-এ এসে ইসরাইলকে সামলানোর চেষ্টা করছে হামাস ও হিজবুল্লাহ।

নিয়তির কী নির্মম পরিহাস। যে ভূখণ্ডে একদিন আশ্রয়হীন ইহুদিদেরকে থাকতে দিয়েছিল সেই ভূখণ্ডেই আজ তারা উদ্বাস্তু, ছিন্নমূল, ঘর হারা মানুষ। তারা প্রতিবাদ করলেই সেটা হয়ে যাচ্ছে সন্ত্রাস। অথচ আমার তো দূর থেকেই মনে হয়, ইসরাইলীরাই যেন পৃথিবীর বুকে গাজাকে এক টুকরো জাহান্নামে পরিণত করেছে নিরীহ ফিলিস্তিনিদের জন্যে।

ভূমিকা

জেরুজালেম সম্পর্কে জানতে চাইলে সবার আগে কেনান ও প্যালেস্টাইন সম্পর্কে জানতে হবে।

কেনান

কেনান সম্পর্কে উইকিপিডিয়ায় প্রথম যে লাইনটা লেখা হয়েছে তা হলো, Canaan was a Semitic-speaking civilization and region of the southern Levant in the ancient Near East during the late 2nd millennium BC.

এই লাইনটার মধ্যে যে কথাটা বলা হয়েছে Canaan সম্পর্কে তা বুঝতে হলে প্রথমে যে শব্দ বা শব্দগুচ্ছের মানে জানতে হবে তা হলো Semitic-Speaking, Levant, Ancient Near East ইত্যাদি।

এবার তাহলে দেখা যাক Semitic-Speaking বলতে কাদেরকে বুঝায়। এ সম্পর্কে বলা হয়েছে,

The Semitic languages are a branch of the Afro-Asiatic language family. They included Arabic, Amharic, Hebrew, and numerous other ancient and modern languages.

এটা আরও পরিষ্কার হবে যদি এর সাথে সাথে এটাও জেনে নেই যে কোন কোন এলাকার লোক এই ভাষায় কথা বলে।

They are spoken by more than 330 million people across much of West Asia, the Horn of Africa, and latterly North Africa, Malta, West Africa, Chad, and in large immigrant and expatriate communities in North America, Europe, and Australasia.

তাহলে Semitic-Speaking এর ব্যাপারে কিছুটা হলেও জানা গেল। এবার আসা যাক Levant এর কথায়। Levant বলতে মূলত ভূ-মধ্যসাগরের পূর্ব

তীরবর্তী দেশগুলোকে বুঝায়। এটা অন্তর্ভুক্ত করে বর্তমান ইসরায়েল, জর্ডান, লেবানন, সিরিয়া, প্যালেস্টাইন ইত্যাদি দেশগুলোকে আর লেবাননের অবস্থান বুঝাতে গিয়ে Southern Levant এর কথা বলা হয়েছে। তাহলে তো বোঝাই যাচ্ছে এটা ইসরাইল, প্যালেস্টাইন, জর্ডান এর পাশাপাশি দক্ষিণ লেবানন, দক্ষিণ সিরিয়া এবং সিনাই পেনিনসুলাকে অন্তর্ভুক্ত করে। তাহলে বোঝা গেল কেনান জায়গাটা আসলে কোথায় ছিল? আর এর পাশাপাশি পেনিনসুলা কথাটাও একটি পরিষ্কার করে নেই। কারণ পরবর্তীতেও এটা লাগবে। কারণ ইতিহাস খ্যাত এবং ধর্মীয় দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই সিনাই উপত্যাকায় এসেই কিন্তু মোশি তার দলবল বা লোকজন যাই বলি না কেন নিয়ে জড়ো হয়েছিলেন।

Peninsula শব্দটি দুটো শব্দের যোগফল। একটি হলো Panae যার অর্থ প্রায় আর অন্যটি Insula যার অর্থ Island. তাহলে Peninsula শব্দের অর্থ দাঁড়াচ্ছে প্রায় দ্বীপ। সৌদি আরবের দিকে তাকান। এর তিনদিকেই সাগর। যা প্রায় দ্বীপ। শুধু এক দিকেই ভূখণ্ডটি মূল স্থল ভাগের সাথে জুড়ে আছে। আর এটুকু জুড়ে না থাকলে তো এটা দ্বীপই হয়ে যেতো। আর তখন এটাকে Arabian Peninsula না বলে Arabian Island বলা হতো।

Sinai ও একটি Peninsula. এটা মিশরের একটি Peninsula. এর পশ্চিমে Gulf of Suez আর পূর্ব দিকে Gulf of Aqaba. আর নিচের দিকটায় অর্থাৎ দক্ষিণ দিকে লোহিত সাগর বা Red Sea. এর উপরে দিকে যদিও Mediterranean Sea বা ভূমধ্যসাগর তাহলে তো এটার চারদিকে পানি থাকায় দ্বীপ হয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু এটার পূর্ব এবং পশ্চিমে কিছু অংশ এশিয়া আর কিছু অংশ আফ্রিকার সাথে লেগে থাকায় অনেকটা বাদুড়ের মতো ঝুলে আছে আর এটাকে একটা দ্বীপ হওয়ার হাত থেকে বাঁচিয়েছে।

এতক্ষণ পর্যন্ত শুধু কেনান বা Canaan জায়গাটা কোথায়, তা বলার চেষ্টা করলাম। এবার তাহলে কেনানের ইতিহাস সম্পর্কে কিছুটা জানা যাক।

Archaeology and history থেকে যদি খবর নেই তাহলে জানা যায় যে খ্রি. পূ. ৪০০০ বছর আগে এখানে যারা বসবাস করতো তারা মূলত শিকারী সম্প্রদায়। এরা আস্তে আস্তে কৃষিকাজ করতে শেখে এবং পাশাপাশি পশুপালন রপ্ত করতে শুরু করে।

৪০০০ থেকে ৩৫০০ খ্রি. পূ. সময়কালটা যাকে Chalcolithic বলা হয় ঐ সময়টায় এরা ধাতুর ব্যবহার শেখে।

৩৫০০ থেকে ২০০০ খ্রি. পূ. সময়কালটা যাকে Early Bronze অমব বলা হয় এই সময়টারও কোনো লিখিত রেকর্ড পাওয়া যায় না। তবে এর পরবর্তী যে সময়টা অর্থাৎ ২০০০ থেকে ১৫০০ খ্রি. পূ. যাকে Middle Bronze অমব বলা হয় এই সময়টায় ধীরে ধীরে নগর সভ্যতা গড়ে উঠতে থাকে।

বাইবেলের ভাষ্য অনুযায়ী যে সময় দাঁড় করানো হয়েছে তাতে এই সময়টাতেই আব্রাহাম, আব্রাম, আভ্রাম বা আমরা ইসলামে যাকে হযরত ইব্রাহিম (আ.) বলি তিনি মেসোপটেমিয়ার (Mesopotamia)-উর-(Ur) থেকে সিরিয়ার (Szria) হারানে গিয়ে পৌঁছান।

অতপর তার পুত্রদ্বয় হযরত ইসমাইল (আ.) ও হযরত ইসহাক (আ.) জন্মলাভ করেন। এদের মধ্যে হযরত ইসমাইল (আ.) মক্কায় নির্বাসিত হন। আর হযরত ইসহাক (আ.) এর পুত্র হযরত ইয়াকুব যিনি যাকোব (Jacob) নামেও পরিচিত তিনি জন্মলাভ করেন। এই হযরত ইয়াকুব (আ.) ই ইসরাইল নামে পরিচিত।

তাঁর বারো জন পুত্রের মধ্যে একজন হলেন হযরত ইউসুফ (আ.)। হযরত ইউসুফ (আ.) এর সুবাধে ইয়াকুব (আ.) মিশরে গমন করেন। সেখানে তার বংশধররা অর্থাৎ যারা বনি ইসরাইল নামে পরিচিত তারা প্রায় সাড়ে চারশ বছর অবস্থান করেন। অতপর তাদেরই বংশের একজন প্রতিনিধি যিনি একজন নবি ও রাসুল; যার নাম মোশি (Moses) তিনি তার জনগণকে নিয়ে নীল নদ পাড়ি দিয়ে সিনাই (Sinai) উপত্যাকায় এসে পৌঁছান। অতপর চল্লিশ বছর বিচরণের পর হযরত মুসা (আ.) আল্লাহর কাছে চলে যান।

এখানে বলে রাখা ভালো যে, হযরত ইব্রাহিম (আ.)–কে আল্লাহ্ যে ভূমি দানের প্রতিজ্ঞা করেছিলেন বনি ইসরাইলরা তখনও সেখানে পৌঁছাতে পারেনি। অতপর আল্লাহ নির্দেশে হযরত মুসা (আ.)-এর শিষ্য যশুয়া (Joshua) এই প্রতিশ্রুত এলাকা অর্থাৎ কেনান (Canaan) জয় করতে সক্ষম হন। হযরত ইয়াকুব (আ.) যিনি ইসরাইল নামে পরিচিত তার নামানুসারে জায়গার নামকরণ হয় ইসরাইল (Israel)।

এরপরও প্রায় চারশ বছর গত হয়। অতপর হযরত দাউদ (আ.) (David) উক্ত এলাকা পুনরায় জয় করে রাজা হন। তার পুত্র হযরত সোলাইমান (আ.) (King Solomon) প্রথম আল্লাহর ঘর (First Temple) নির্মাণ করেন। এটা কয়েকশ বছর টিকে ছিল। ধারণা করা হয় এটা ৮৩২ খ্রি. পূ. নির্মাণ করা হয়েছিলো এবং ৫৮৭ খ্রি. পূ. ব্যবিলনের রাজা নেবুচাদ নেজার (Nebuchad Nezzar) জেরুজালেম (Jerusalem) আক্রমণ করে এটা ধ্বংস করেন।

অতঃপর পারস্য সম্রাট সাইরাস দ্য গ্রেট ব্যাবিলোনিয়ানদের (Babylonian) পরাজিত করেন এবং ইহুদিদের দাসত্ব থেকে মুক্ত করেন। এরপর তারা সেখানে দ্বিতীয় টেম্পল (Second Temple) নির্মাণ করে যা ৭০ খ্রি. পূ. রোমানদের (Roman) হাতে ধ্বংস হলে তারা আর কোনো টেম্পল নির্মাণ করতে পারেনি। পরবর্তীতে মুসলমানরা অর্থাৎ খোলাফায়ে রাশেদীনের (Rashidun Caliphate) সময়কালটাতে তারা জেরুজালেম জয় করলে ইহুদিদেরকে সেখানে প্রার্থনা করার অনুমতি দেওয়া হয়। তারা যেখানে প্রার্থনা করে সেটাকে The Western Wall বা Wailing Wall ev Katel বলে।

সে সময়কালটাতে ছিলাম অর্থাৎ ২০০০ থেকে ১৫০০ খ্রি. পূ. অর্থাৎ যে সময়টা ধর্মীয় দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ তার ব্যাপারে একটু সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো।

এর পরবর্তী সময়কালটা হলো ১৫০০ থেকে ১২০০ খ্রি. পূ.। সময়কালটাতে কেনান এলাকাটা বার বার মিশরের ফারাওদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে।

১২০০ খ্রি. পূ. থেকে পরবর্তীতে যীশু খ্রিষ্টের আগমনের সময়ে ইতিহাসের মধ্যে যা জানা যায় তা হলো এই সময়টার শুরুর দিকটাতেই সম্ভবত নবি হযরত স্যামুয়েল (আ.) (Samuel), রাজা ও নবি হযরত দাউদ (আ.), তার পুত্র হযরত সোলাইমান (আ.) এদের আগমন ঘটেছিলো। তবে সোলাইমান (আ.)–এর মৃত্যুর পর তার সাম্রাজ্য বহুধা বিভক্ত হয়ে যায়। আর এই সময়টাতে Assyrian, Babylonian, Persian, Hellenistic (Alexander the Great–related to Greece) এবং Roman-রা শাসন করে। অতপর ৬৩৮ খ্রিস্টাব্দে হযরত উমর (রা.) বাইজান্টাইনদের হাত থেকে জেরুজালেমের দায়িত্ব বুঝে নিলে সেখানে মুসলিম যুগের সূচনা হয়।

প্যালেস্টাইন

প্যালেস্টাইনের (Palestine) ইতিহাস সম্পর্কে যতটুকু জানা যায় তাতে বলা যায়, ব্রোঞ্জ যুগে (bronze age) এটা কেনানাইটদের (Canaanites) দ্বারা নগর সভ্যতায় রূপান্তরিত হতে শুরু করে যা লেট ব্রোঞ্জ এইজে এসে বিভিন্ন সভ্যতা বিশেষ করে মিশরীয় সভ্যতা যারা তখন এই অঞ্চলটাকেও শাসন করেছিলো তাদের দ্বারাও প্রভাবিত হয়।

এর পরবর্তীতে যদি আয়রন এইজ বা লৌহ যুগের কথা বলি তাহলে বলবো, তখন এটা দুটো পৃথক রাষ্ট্রে ভাগ হয়ে যায় যার একটি ইসরাইল (Israel) এবং অন্যটি যুদাহ (Judea) আর প্যালেস্টাইন বলতে থেকে যায়

শুধু সেই কেনান (Canaan) দেশের ভূমধ্যসাগর তীরবর্তী দক্ষিণ ভাগটুকু যা এখনও গাজা (Gaza) উপত্যকা নামে রয়ে গেছে।

এখানে বলে রাখতে চাই লৌহ যুগ বলতে খ্রি. পূ. ১২০০ থেকে ৬০০ খ্রি. পূ. সময়কালকে বুঝায়। আর এই সময়কালটাতে এই এলাকাটাকে Assyrians, Babylonians, Persians রা শাসন করেছিল। আর এই Persian রাই খ্রি. পূ. ৫৩৯ সময়কালে Babylonia দখল করে এক নতুন অধ্যায়ের জন্ম দেয়।

তারা ব্যাবিলোনিয়ায় বন্দী ইহুদিদের মুক্ত করে তাদের মধ্যে যারা জেরুজালেমে ফিরে যেতে ইচ্ছুক তাদেরকে ফিরে যেতে সহযোগিতা করেন। সেখানে তারা দ্বিতীয় টেম্পল নির্মাণ করেন যা পরবর্তীতে রোমানদের দ্বারা ৭০ খ্রিস্টাব্দে শেষবারের মতো সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয় যা আর কোনোদিন নির্মিত হয়নি।

এখানে বলে রাখতে চাই, Persian দের পরে ৩০০ খ্রি. পূ. সময়কালে আলেক্সান্ডার (Alexander) উক্ত এলাকা জয় করলে এটা হেলেনিস্টিক (Hellenistic) সভ্যতার অন্তর্ভুক্ত হয়। আলেক্সান্ডার এর রেখে যাওয়া সভ্যতা যা পরবর্তীতে Seleucids নাম ধারণ করে তারাও খ্রি. পূ. ৬৩ সময়কালে বিলুপ্ত হয়ে যায়।

পাশাপাশি ইরানি Parthian সভ্যতার উন্মেষ ঘটে আর তাও ২২৪ খ্রিস্টাব্দ সময়কালে বিলুপ্ত হয়ে যায়। সে জায়গা দখল করে ইরানি Sassanid Empire যারা ৬৫১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত টিকে ছিলো এবং একই সময়কালে তাদেরই প্রতিবেশী আর একটি শক্তিশালী সাম্রাজ্য Byzantine Empire এর সাথে ক্রমাগত যুদ্ধ বিগ্রহের দ্বারা দুর্বল হতে হতে ৬৫১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত টিকে থেকে অবশেষে মুসলিমদের দ্বারা বিজিত হয়। আর Byzantine সাম্রাজ্যও ক্রমাগত মুসলিমদের কাছে ভূমি হারাতে হারাতে শেষ পর্যন্ত ১৪৫৩ খ্রিস্টাব্দে মুসলমানদের কাছে কনস্টান্টিনোপল হারিয়ে অবশেষে বিলুপ্ত হয়।

যে প্রসঙ্গে ছিলাম তাহলো Palestine পার্সিয়ানদের শাসনে চলে গিয়েছিল। এটা ছিল লৌহ যুগের শেষ দিকের ঘটনা। এদের হাত থেকে এটা আলেক্সান্ডার নিয়ে নেন। এর পরে এই এলাকাটা Hasmonean Kingdom এর আন্ডারে চলে যায়। আর এই Hasmonean রা পরবর্তীতে রোমানদের কাছে পরাজিত হয়। কিন্তু রোমান Judea-র ইহুদিরা ক্রমাগত বিদ্রোহ করলে ৭০ খ্রিস্টাব্দে রোমান জেনারেল টিটুস যিনি পরবর্তীতে রোমান সম্রাট হন, তিনি জেরুজালেমকে ধ্বংস করেন এবং দ্বিতীয় টেম্পলও ধ্বংস করে

দেন। তার পরবর্তীতে খোলাফায়ে রাশেদীনের সময়কালে এটা মুসলমানদের অধীনে চলে আসে।

জেরুজালেম

জুদার পর্বতের উপর যে বিস্তৃত সমতল যা ডেড সি বা মরু সাগরের পশ্চিম পার্শ্বে আড়াআড়িভাবে উত্তর দক্ষিণ বরাবর বিস্তৃত এবং দৈর্ঘ্য মরু সাগরের চাইতে বেশ খানিকটা বেশিই বলতে হবে তারই মধ্যভাগের খানিকটা উপরের দিকে জেরুজালেমের অবস্থান।

জেরুজালেমের খানিকটা নিচে অর্থাৎ দক্ষিণ দিকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদাবান বেথলেহেম। জেরুজালেমের পশ্চিমে ভূমধ্যসাগর আর পূর্বে মরু সাগর। জেরুজালেমের যে অংশটা সিটি অফ ডেভিড (City of David) বা দাউদ নবির নগরী হিসেবে পরিচিত সেখানে আর্কিওলজিস্টদের তথ্যানুযায়ী খ্রি. পূ. ৪০০০ বছর আগে থেকেই লোক বসতির চিহ্ন পাওয়া যায় তবে সেই মানুষগুলো উদ্ভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়ানো শিকারী মানুষ ছাড়া আর কিছু নয়।

জেরুজালেম সম্পর্কে গোছানো যেটুকু জানা যায় তাহলো খ্রি. পূ. ১৪০০ সময় কালের। এই সময়ে মিশরীয় শিলালিপি বা হায়ারোগ্লিফিক এ এর উল্লেখ পাওয়া যায় রুসালিম (Rusalim) হিসেবে যার অর্থ করা হয়েছে সিটি অফ শালেম (City of Salem) আর এই শালেম (Salem) হলো তৎকালীন কেনান দেশীয় এক দেবতার নাম।

তারপর যা জানা যায় তাহলো এখানে মোশির সেনাপতি যশুয়ার বিজয়ের মাধ্যমে ইসরাইলীয়দের আগমনের কথা। এটা সম্ভবত খ্রি. পূ. ১৩০০ সালের সময়কালের কথা। তবে তখন কেবলমাত্র ধীরে ধীরে নগর সভ্যতা গড়ে উঠতে শুরু করেছে। আর এটা ছিলো লৌহ যুগের শুরুর সময়কালটা।

এখানে বলে রাখা ভালো, আব্রাহামের সময়কাল হলো খ্রি. পূ. ২০০০। তার প্রায় ছয়শ বছরের পরে এসেছিলেন মোশি। তাই এটা সম্ভবত ১৪০০ খ্রি. পূ. সময়কাল। তিনি বেঁচে ছিলেন ১২০ বছর। আর তাই তার মৃত্যুর পর যশুয়ার যে অভিযান তাও তাই খ্রি. পূ. ১৩০০ সালের দিকের কথা।

এই সময়কালের প্রায় তিনশ বছর পর অর্থাৎ আনুমানিক খ্রি. পূ. ১০০০ সময়কালে দাউদ নবি (আ.) জেরুজালেমের রাজা হন। আর তখন থেকেই এর সমৃদ্ধি আসতে থাকে। তার পুত্র সোলাইমান এখানে প্রথম টেম্পল নির্মাণ করেন। এটা খ্রি. পূ. ৯০০ সালের দিকের কথা।

সম্ভবত খ্রি. পূ. ৫৮৭ সময়কালে নিও ব্যবিলনীয় সাম্রাজ্যের রাজা নেবুচাঁদ নেজারের দ্বারা এটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। রাজা জেরুজালেমবাসীদের বন্দী করে নিয়ে যান। অবশ্য এর কয়েক দশক পরে পারস্যের আকিমিনিদ সাম্রাজ্যের রাজা সাইরাস দ্য গ্রেট ব্যবিলনীয় সাম্রাজ্যকে পরাজিত করেন এবং ইহুদিদের মুক্ত করে জেরুজালেমে যাওয়ার বন্দোবস্ত করেন। সেখানে তারা খ্রি. পূ. ৫১৬ সময়কালে দ্বিতীয় টেম্পল নির্মাণ করেন। অবশ্য এটাও ৭০ খ্রিস্টাব্দে রোমান জেনারেল টিটুস কর্তৃক ধ্বংস হয়ে যায় যা আজও পুনর্নির্মিত হয়নি।

জেরুজালেমে বর্তমানে মুসলমানদের তৈরি ডোম অব রক, আল আকসা মসজিদ আর খ্রিস্টানদের চার্চ অফ হলি সিপালচার ছাড়া আর কোনো উপাসনালয় নেই। ইহুদিরা তাই তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী যেখানে তাদের দ্বিতীয় টেম্পল ছিল বলে ধারণা করে অর্থাৎ পুরনো শহরের পশ্চিমের দেয়ালে মাথা ঠেকিয়ে ইবাদত করে। তাদের ধারণা মুসলমানদের ডোম অব রক আর আল আকসার নিচেই তাদের দ্বিতীয় টেম্পল মাউন্ট চাপা পড়ে গেছে।

পারসিয়ানদের পর জেরুজালেম আলেক্সান্ডারের হাতে চলে যায়। তার পরবর্তী সময়ে এটা তারই একজন সেনাপতি টলেমির হাতে আসে। এরপর ১৫২ খ্রি. পূ. সময়কালে এটা হাসমোনিয়ানদের দখলে যায়। খ্রি. পূ. ৬৯ সময়কালে এটা আবার রোমান সম্রাট পম্পেই দ্য গ্রেট জয় করে নেন। এর পরবর্তীতে সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য এটা হাসমোনিয়ানদের সহযোগিতায় পার্সিয়ান সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হয় বটে, তবে তা শীঘ্রই রোমানদের হস্তগত হয়।

এই সময় রোমান ও পার্সিয়ানদের মধ্যবর্তী দ্বন্দ্ব বা সংঘর্ষের সুবাদে এটা এডোমাইট রাজা হেরোডের হাতে পড়ে। রোম হেরোডকে রাজা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। হেরোডের মৃত্যুর পর এটি আবারও রোমান সাম্রাজ্যের অধীনে চলে যায় Prefects হিসেবে। যদিও হেরোড-এর বংশধররা ৯৬ খ্রিস্টাব্দের পর পার্শ্ববর্তী এলাকার শাসক ছিল। হেরোডের বংশের শেষ শাসক ছিল প্রথম সালোমে। এই হেরোডের সময়কালটা ধর্মীয় কারণে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ।

হেরোডের শাসনকালটা ছিল অত্যন্ত আলোচিত। বিশেষত ধর্মীয় কারণে। তিনি দ্বিতীয় টেম্পল মাউন্টের অসাধারণ উন্নতি সাধন করেন। তবে তার পুত্র হেরোড এন্টিপাসের সময়কালে ৩০ খ্রিস্টাব্দে হযরত ইয়াহিয়া (আ.) কে হেরোড এন্টিপাসের ভাতিজি সালোমের অনুরোধে হত্যা করা হয়।

"In order to kill the prophet, jealous Herodias bade her daughter, Salome, to dance for King Herod Antipas. The King was so entranced by her dance he offered to grant the girl any wish. At the request of her mother, she asked for the head of the John the Baptist, which was delivered to her on a platter."

N.B: Herodias was the previous wife of Herod II or Herod Philip I (also the brother of Herod Antipas) and the then wife of Herod Antipas. He disliked Hazrat Yahya (AS) due to his protest against unlawful marriage with Herod Antipas as she was also the niece of Herod Antipas. Herod II or Herod Philip I married Herodias (his niece also) after the death of her father Aristobulus IV (Aristobulus IV was also the brother of Herod II or Herod Philip I & Herod Antipas).

৭০ খ্রিস্টাব্দে জেরুজালেমের ইহুদিরা বিদ্রোহ করলে রোমানরা শক্ত হাতে এই বিদ্রোহ দমন করেন এবং দ্বিতীয় টেম্পল মাউন্ট পুরোপুরি বিধ্বস্ত করেন যা আজও নির্মিত হয়নি।